

ভাটুয়াল ক্লাস

■ কল্যাণী: এতদিন বিক্ষিপ্ত ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে 'ভাটুয়াল ক্লাস' ক্লাস হত। সেখানে পর্দার দিকে তাকিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলের পড়ুয়াদের পাঠ নিতে পারে নামী শিক্ষকের। এ বার রাজ্যের প্রায় সব স্কুলেই এই ব্যবস্থা চালু হবে। বুধবার রানাঘাটে এসে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ কথা জানান। এ দিন তিনি রানাঘাটের পাটুলি কৃষক বাজারে পড়ুয়াদের 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের সাইকেল বিলি করেন। পার্থবাবু জানান, এই প্রকল্পে সরকার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। রাজ্যের ২০০০টি স্কুল এবং কলেজকে দূর সঞ্চারের মাধ্যমে যুক্ত করা হচ্ছে। //

১০/১০/১০ (১০/১০/১০)

১০/১০/১০ (১০/১০/১০) ১০/১০/১০

রাস্তার অপেক্ষায় চরমেঘনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর: অবশেষে রাস্তা পাচ্ছে চরমেঘনা। মেঘনা সীমান্তে কাঁটাতারের ও পার থেকে চরমেঘনা পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা পিচ দিয়ে মুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জেলা প্রশাসন। নানা জটিলতার কারণে এতদিন ওই এলাকায় কোনও স্থায়ী নির্মাণকাজ সম্ভব হয়নি। এ বার সেই বাধা দূর হতেই চরমেঘনায় উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে চলেছে প্রশাসন।

সেই কবে গ্রামে তৈরি হয়েছিল মোরামের রাস্তা। তারপর আর কোনও দিন সংস্কার হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে ইটের চিহ্ন। বর্ষায় গোড়ালি সমান কাদা। আর শুখা মরসুমে ধুলো আর ধুলো। চরমেঘনার দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল রাস্তার। ভোটের সময় বহু বার রাস্তার প্রতিশ্রুতি শুনলেও বাস্তবে তা পূরণ হয়নি।

এ বার সেই রাস্তা তৈরি হবে শুনে উচ্ছ্বসিত গ্রামের বাসিন্দারা।

কিন্তু চরমেঘনা কেন এতদিন রাস্তা পেল না?

করিমপুর ১ বিডিও সুরজিৎ ঘোষ বলছেন, “আসলে চরমেঘনা ভারতের দখলে থাকলেও এত দিন সেটা ছিল

হোগলবেড়িয়া

বাংলাদেশের ভূখণ্ড। সেই কারণে আমরা ওখানে কোনও স্থায়ী নির্মাণ করতে পারতাম না। গত বছর ওই ভূখণ্ড ভারতভুক্তি হয়েছে। ফলে এখন আর সেই বাধা নেই।” ২০১২ সালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই গ্রামে প্রথম বিদ্যুৎ ঢোকে। তার চার বছর পরে এ বার রাস্তা হচ্ছে। হোগলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্য, চরমেঘনার বাসিন্দা বৃদ্ধদেব মণ্ডল

বলেন, “রাস্তাটা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। বর্ষার সময় গ্রামের বাইরে যাওয়াটাই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রাম, কাঁটাতার উজিয়ে স্কুলে যেতে অসুবিধা হয় পড়ুয়াদের। এ বার অন্তত সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলবে।”

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে পাওয়া যাবে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে চরমেঘনায় গিয়েছিলেন করিমপুরের বিধায়ক তৃণমুলের মহুয়া মৈত্র। গ্রামের মানুষ তাঁর কাছে একটা রাস্তা চেয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনিও। সেই রাস্তার টাকা অনুমোদন হয়ে যাওয়ার পরে মহুয়া বলছেন, “আমি চরমেঘনার মানুষকে কথা দিয়েছিলাম একটা পিচের রাস্তা করে দেব বলে। আজ সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরে আমি খুশি। ওই গ্রাম

নিয়ে আমার আরও কিছু পরিকল্পনা আছে।” নদিয়ার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, “চরমেঘনার রাস্তা বিএডিপি প্রকল্পের টাকায় তৈরি হবে। খুব শিগগির আমরা টেন্ডার ডেকে কাজও শুরু করে দেব।”

কাঁটাতারের ওপারের গ্রাম চরমেঘনায় নেই এর তালিকা বেশ দীর্ঘ। রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। তারপরেও খেমে থাকেনি ওই গ্রাম। গত কয়েক বছরে বেড়েছে শিক্ষিতের হার। সব বাড়ির ছেলেমেয়েরাই স্কুলে যায়। এখন অনেকে চাকরি পেয়ে স্বনির্ভর হয়েছেন। একাদশ শ্রেণির কৃষ্ণা মণ্ডল, লক্ষ্মী মণ্ডলেরা বলেন, “শুনিছি রাস্তাটা হবে। বর্ষায় কী কষ্ট করে ওই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতাম তা কেবল আমরাই জানি। রাস্তাটা হয়ে গেলে আমাদের পরের পড়ুয়াদের আর এত কষ্ট করতে হবে না।”

পৃষ্ঠা-২৪ (সংস্করণ)

সংস্করণ ২০২৬



GI tag plea for Nadia sweets

SUBHASISH CHAUDHURI

Krishnagar, Sept. 28: The sweet-makers' organisation of Nadia has appealed to the state government to recommend to the Centre the granting of the geographical indication (GI) status to two traditional sweets of the district — *sarpuria* and *sarbhaja*.

Bengal science and technology minister Asish Banerjee said his department had received the application submitted by the sweets manufacturers from Krishnagar and it was being "examined and processed" before being sent to the Intellectual Property Appellate Board in Chennai, the central government authority that issues the GI tag.

"After the *sarpuria* and the *sarbhaja* are included in the GI registry, it will be announced by the state government. We will be happy if the two traditional sweets of Nadia get the GI status," Banerjee said.

The GI is a name or sign used on certain products which corresponds to a specific geographical location or ori-



The *sarbhaja* (left) and the *sarpuria*. (Pranab Debnath)

gin (for example a town, region or country). The use of a geographical indication acts as a certification that the product possesses certain qualities, is made according to traditional methods and enjoys a certain reputation because of its geographical origin.

Ten items from Bengal have received the GI status so far. They are Darjeeling tea, Nakhahi *kantha*, Santipur sari, Baluchari sari, Dhaniakhali sari, Joynagarer *moa*, Santiniketan leather goods and three varieties of mangoes — Laxman Bhog, Himsagar and Fazli.

Sarpuria is made by mixing cottage cheese (*chhana*) with sugar, *kheer*, groundnut, cardamom, pistachio and saffron and steaming it. *Sarbhaja* is fried cottage cheese and *kheer* layered with cream (*sar*) and dipped in sugar syrup.

The assistant secretary of the Krishnagar Mistanna Byabsayee Welfare Samiti, Tapas Das, said that while applying for the GI registration, "we submitted a brief history of the *sarpuria* and the *sarbhaja* and references to the two sweets in the ancient literature of Nadia".

Das said the two sweetmeats had been mentioned in Krishnadas Kabiraj's 16th century hagiography on Sri Chaitanya — *Srichaitanya Charitamrita*.

Sarpuria is also mentioned in *Hasir Gaan*, a book authored by poet and playwright Dwijendralal Roy.

Goutam Das, the owner of the 100-year-old Adhar Chandra Das and Sons in Krishnagar, said: "We welcome the initiative taken by our samiti. Both the *sarpuria* and the *sarbhaja* are ancient sweetmeats of the district and they deserve the GI tag."

Page - 06

The Telegraph 29th Sep. 2016

